ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

শবে বরাত বা "মধ্য-শা'বানের রাত"-এর মর্যাদা সম্পর্কে অনেক কথা সমাজে প্রচলিত। মুসলিমগণ এ রাতে বিশেষ ইবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েন। মীলাদ-মাহফিল, ওয়ায-নসীহত, বিশেষ মুনাজাত, তাবারুক বিতরণ, কবর যিয়ারত ও বিশেষ সালাতে মুসল্লীরা মগ্ন থাকেন এ রাতে। কিন্তু এ রাতের ফযীলতে কথিত এ সকল বক্তব্য কতটুকু নির্ভরযোগ্য এবং এ রাতের বিশেষ ইবাদত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা গুরুত্বের দাবীদার তা নিয়ে আলিম সমাজে বিভিন্ন বক্তব্য ও মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলমানরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং অনেক সময় গালাগালি ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েন।

এ সকল মতভেদ ও মতপার্থক্যের উর্দ্ধে উঠে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ রাতের মর্যাদা ও এ রাতের করণীয় নির্ধারণ করা এ পুস্তিকাটি উদ্দেশ্য। এতে আমরা মধ্য-শাবানের রাত্রির ফযীলত ও এ রাত্রে বা পরের দিনে পালনীয় বিশেষ ইবাদত সম্পর্কে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত ও মুফস্সিরগণের বক্তব্য আলোচনা করেছি। এরপর এ বিষয়ে বর্ণিত ও প্রচলিত সকল হাদীস উদ্ধৃত করে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা, বিশুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতামত পর্যালোচনা করেছি। এভাবে আমরা সামগ্রিক ভাবে এ রাতে মুসলিমের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলির সম্পর্কে সঠিক সীদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি।

এ বিষয়ক হাদীসগুলি সম্পর্কে প্রথমে আরবীতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। পরবর্তীতে আমার সম্মানিত সহকর্মী দা'ওয়াহ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. অলী উল্যাহ প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ করে বাংলায় রূপন্তর করেন। এ প্রবন্ধই এ গ্রন্থের মূল ভিত্তি। এ বিষয়ে একটি পৃথক বই লিখব বলে "হাদীসের নামে জালিয়াতি" গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলাম। অনেক পাঠক বারবার গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য তাকিদ দিচ্ছিলেন। তাঁদের তাকিদের প্রেক্ষাপটে তাড়াহুড়ো করেই বইটি প্রকাশ করছি।

সুন্নাতে নববীর উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। হাদীসে নববীর আলোকে এ রাতের ফযীলত এবং সে ফযীলত অর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত পরিপূর্ণরূপে অবগত হওয়াই আমাদের প্রচেষ্টা। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে এই নগন্য কর্মটুকু "উপকারী ইলম" হিসেবে কবুল করে নিন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও পাঠকদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২. এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
৪. রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্‌র-ওযীফা
৫. মুসলমানী নেসাব: আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)
৬. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৭. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৮. মুনাজাত ও নামায
৯. সহীহ মাসনূন ওযীফা
১০. আল্লাহর পথে দাওয়াত
১১. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ: আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা
১৩. بُحُوثٌ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ (বুহূসুন ফী উলুমিল হাদীস)
14. A Woman From Desert
১৫. খুতবাতুল ইসলাম: জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
১৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক
১৭. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
১৮. ইযহারুল হক্ক (আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
১৯. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ
২০. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:

১. আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১৫ হেমন্দ্র দাস রোড, শুত্রাপুর, ঢাকা (নিচ তলা), ঢাকা-১১০০। মোবাইল নং ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮

২. আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ মোবাইল ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪

সূচীপত্র

১. শবে বরাত বনাম মধ্য-শাবানের রজনী /৭
২. ফযীলত ও আমলের উৎস ওহী /৭
২. ১. ওহী ও তার প্রকারভেদ /৭
২. ২. হাদীস ও হাদীস নিরীক্ষা /৮
২. ৩. ফযীলত ও আমল বনাম সুন্নাত /৯
৩. আল-কুরআনে শবে বরাত /১০
৪. মধ্য-শাবানের রজনী বিষয়ক হাদীসগুলির বিষয়বস্তু /১৬
৫. মধ্য-শাবানের রজনীর সাধারণ ফযীলতে বর্ণিত হাদীস সমূহ /১৬
৫. ১. হাদীস নং ১: আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণিত হাদীস /১৬
৫. ২. হাদীস নং ২: আউফ ইবনু মালেক (রা) বর্ণিত হাদীস /১৭
৫. ৩. হাদীস নং ৩: আব্দুলাহ ইবনু আমর (রা) বর্ণিত হাদীস /১৮
৫. ৪. হাদীস নং ৪: মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) বর্ণিত হাদীস /১৮
৫. ৫. হাদীস নং ৫: আবু সা'লাবা খুশানী (রা) বর্ণিত হাদীস /১৯
৫. ৬. হাদীস নং ৬: আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস /২০
৫. ৭. হাদীস নং ৭: আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) বর্ণিত হাদীস /২০
৫. ৮. হাদীস নং ৮: আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস /২১
৫. ৯. হাদীস নং ৯: তাবেয়ী কাসীর ইবনু মুররা বর্ণিত হাদীস /২১
৬. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে ভাগ্যলিখন বিষয়ক হাদীসসমূহ /২২
৬. ১. হাদীস নং ১০: জন্ম-মৃত্যু লিখা, কর্ম উঠানো ও রিয্ক প্রদান /২৩
৬. ২. হাদীস নং ১১: চার রাত্রিতে ভাগ্য লিখন /২৪
৬. ৩. হাদীস নং ১২: রিয্ক অবতরণ ও হাজীদের তালিকা প্রণয়ন /২৪
৬. ৪. হাদীস নং ১৩: মালাকুল মাউতকে মৃতদের নাম জানানো /২৫
৭. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে দোয়া-ইসতিগফার বিষয়ক হাদীস /২৬
৭. ১. হাদীস নং ১৪: এ রাত্রির দোয়া-ইসতিগফার কবুল হয় /২৬
৭. ২. হাদীস নং ১৫: পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না /২৮
৭. ৩. হাদীস নং ১৬: গোরস্থান যিয়ারত ও মৃতদের জন্য দোয়া /৩০
৮. অনির্ধারিতভাবে সালাত ও দোয়ার উৎসাহজ্ঞাপক হাদীস /৩২
৮. ১. হাদীস নং ১৭: মধ্য শা'বানের রাত্রিতে ইবাদত ও দিবসে সিয়াম /৩২
৮. ২. হাদীস নং ১৮: রাত্রি-কালীন সালাত আদায় ও সাজদায় দোয়া /৩৩
৮. ৩. হাদীস নং ১৯: রাত্রি-কালীন নামায আদায় ও দীর্ঘ সাজদা /৩৬
৮. ৪. হাদীস নং ২০: সাজদায় ও সাজদা থেকে উঠে বসে দোয়া /৩৭
৮. ৫. হাদীস নং ২১: সালাতের সাজদায় ও সাজদা থেকে উঠে দোয়া /৩৯
৮. ৬. হাদীস নং ২২: বাকী' গোরস্থানে সাজদারত অবস্থায় দোয়া /৪১
৮. ৭. হাদীস নং ২৩: দুই ঈদ ও মধ্য-শাবানের রাত্রিভর ইবাদত /৪১
৮. ৮. হাদীস নং ২৪: পাঁচ রাত্রি ইবাদতে জাগ্রত থাকার ফযীলত /৪২
৮. ৯. হাদীস নং ২৫: এ রাত্রিতে রহমতের দরজাগুলি খোলা হয় /৪৩

৯. নির্ধারিত পদ্ধতিতে সালাত আদায় বিষয়ক হাদীস /৪৩
৯. ১. হাদীস নং ২৬: ৩০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ৩০ বার ইখলাস /৪৪
৯. ২. হাদীস নং ২৭: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস /৪৪
৯. ৩. হাদীস নং ২৮: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস /৪৫
৯. ৪. হাদীস নং ২৯: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস /৪৫
৯. ৫. হাদীস নং ৩০: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস /৪৬
৯. ৬. হাদীস নং ৩১: ৫০ রাক'আত সালাত /৪৬
৯. ৭. হাদীস নং ৩২: ১৪ রাক'আত সালাত /৪৭
৯. ৮. হাদীস নং ৩৩: ১২ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে ৩০ বার ইখলাস /৪৭
১০. কিছু সনদ-বিহীন বানোয়াট কথা /৪৯
১০. ১. শবে বারাতের গোসল /৪৯
১০. ২. শবে বরাতের হালুয়া-রুটি /৫০
১০. ৩. ১৫ই শা'বানের দিনে সিয়াম /৫০
১০. ৪. প্রচলিত আরো কিছু ভিত্তিহীন কথা /৫০
১১. সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত ও কর্ম /৫২
১১. ১. হাদীস নং ৩৪: সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস /৫৪
১১. ২. হাদীস নং ৩৫: তাবিয়ী আতা ইবনু আবি রাবাহ /৫৪
১১. ৩. হাদীস নং ৩৬: তাবিয়ী উমার ইবনু আব্দুল আযীয /৫৪
১১. ৪. হাদীস নং ৩৭: তাবিয়ী খালিদ ইবনু মা'দান /৫৪
১১. ৫. হাদীস নং ৩৮: তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা /৫৫
১১. ৬. হাদীস নং ৩৯: মদীনার তাবিয়ীগণের মতামত /৫৬
১২. চার ইমাম ও অন্যান্য ফকীহের মতামত /৫৭
১৩. শবে বরাত বিষয়ক হাদীসগুলির প্রতিপাদ্য /৫৮
১৪. শবে বরাতের বরকত লাভের পূর্বশত /৬০
১৪. ১. নেক আমল কবুলের সাধারণ শর্তাবলি /৬০
১৪. ২. শিরক বর্জন /৬০
১৪. ৩. হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন /৬০
১৪. ৪. ফরয বনাম নফল /৬৩
১৪. মুমিন জীবনের প্রতিটি রাতই শবে বরাত /৬৩
১৫. শেষ কথা /৬৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল

১. শবে বরাত বনাম মধ্য-শাবানের রজনী

ফার্সী ভাষায় "শব" শব্দটির অর্থ রাত বা রজনী। বরাত শব্দটি আরবী থেকে গৃহীত। বাংলায় "বরাত" শব্দটি "ভাগ্য" বা "সৌভাগ্য" অর্থে ব্যবহৃত হলেও আরবীতে এ শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আরবীতে "বারাআত" শব্দটির অর্থ বিমুক্তি, সম্পর্কচ্ছিন্নতা, মুক্ত হওয়া, নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া ইত্যাদি। ফার্সী "শবে বরাত", আরবী "লাইলাতুল বারাআত" বা "বিমুক্তির রজনী" বলতে আরবী পঞ্জিকার ৮ম মাস, শা'বান মাসের মধ্যম রজনী বুঝানো হয়।

কুরআন ও হাদীসে কোথাও "লাইলাতুল বারাআত" পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয় নি। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগেও এ পরিভাষাটির ব্যবহার জানা যায় না। এ রাতটিকে হাদীস শরীফে "লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান" বা "মধ্য-শা'বানের রজনী" বলা হয়েছে। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগের অনেক পরে এ রাতটিকে "লাইলাতুল বারাআত" বা "বিমুক্তির রজনী" বলে আখ্যায়িত করার প্রচলন দেখা দেয়। আমরা জানি, পরিভাষার বিষয়টি প্রশস্ত, তবে মুমিনের জন্য সর্বদা কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীগণের ব্যবহৃত পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম। সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্যতার জন্য আমরা মাঝে মাঝে "শবে বরাত" বা "লাইলাতুল বারাআত" পরিভাষা ব্যবহার করলেও সাধারণভাবে আমরা এ গ্রন্থে "শবে বরাত" বুঝাতে "শাবান মাসের মধ্যম রজনী" বা "মধ্য-শাবানের রজনী" পরিভাষা ব্যবহার করব।

২. ফযীলত ও আমলের উৎস ওহী

২. ১. ওহী ও তার প্রকারভেদ

ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত "ওহী" বা প্রত্যাদেশ (revelation)। বিশেষত মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অতীত গাইবী বা অদৃশ্য জগতের বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য "ওহী" ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। কোনো দিবসের, রাতের, সময়ের বা কর্মের সাওয়াব বা ফযীলত একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই অবগত হওয়া যায়। কুরআনে বারংবার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (ﷺ) দুটি বিষয় প্রদান করেছেন: (১) 'কিতাব' বা 'পুস্তক' এবং (২) 'হিকমাহ' বা 'প্রজ্ঞা'।[১] 'কিতাব' হলো কুরআন, যা হুবহু

---

[১] সূরা বাকারা ১২৯, ১৫১, ২৩১; আল-ইমরান ১৬৪, নিসা, ১১৩; আহযাব ৩৪; জুমুআহ ২ আয়াত।

ওহীর শব্দে ও বাক্যে সংকলিত হয়েছে। আর 'হিকমাহ' বা প্রজ্ঞা হলো ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত অতিরিক্ত প্রায়োগিক জ্ঞান যা 'হাদীস' নামে সংকলিত হয়েছে। কাজেই ইসলামে ওহী দু প্রকার: কুরআন ও হাদীস।

২. ২. হাদীস ও হাদীস নিরীক্ষা

প্রথম দিন থেকে হাজার হাজার সাহাবীর হৃদয়ে মুখস্থ থেকে ও লিখিতরূপে কুরআন কারীম আক্ষরিকভাবে সংরক্ষিত। কুরআনের নামে কোনোরূপ জালিয়াতির কোনো সুযোগ কখনোই ছিল না। এজন্য প্রথম যুগ থেকেই ইসলামের শত্রুগণ এবং সরলপ্রাণ অজ্ঞ ধার্মিক মুসলিমগণ কুরআনের তাফসীরের নামে এবং হাদীসের নামে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা প্রচারের চেষ্টা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে উম্মাতকে সতর্ক করে বলেছেন:

سَيَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

"শেষ যুগে আমার উম্মাতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতা-পিতামহগণ কখনো শুনিনি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে।"[২]

যাচাই বাছাই না করে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে কোনো কথা না বলতে কুরআন ও হাদীসে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাচাই না করে হাদীস নামে যা বলা হয় তা-ই গ্রহণ করা কঠিন পাপ বলে জানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তা-ই বর্ণনা করবে।"[৩]

কোনো হাদীস সম্পর্কে জাল বলে সন্দেহ হলে মুহাদ্দিসদের নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা আর বলা যাবে না। কারণ এতে জাল হাদীস প্রচারে সহযোগিতা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

"যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা, সেও একজন মিথ্যাবাদী।"[৪]

আর এরূপ মিথ্যাবাদীর সুনিশ্চিত শাস্তি জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১২।
[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০।
[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯।

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

"আমি যা বলিনি সে কথা যে আমার নামে বলবে (আমার নামে মিথ্যা বলবে) তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"[৫]

এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের যুগ থেকে উম্মাতের আলিমগণ "হাদীস" বা "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদন" বলে কথিত ও প্রচারিত কথাকে গ্রহণ করতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই ও নিরীক্ষা করেছেন। দীনের সকল বিষয়ে কেবলমাত্র সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন উম্মাতের সকল ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আলিম। আমি আমার লেখা "হাদীসের নামে জালিয়াতি" গ্রন্থে এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এছাড়া "বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস" (بُحوث في علوم الحديث) নামক আরবী গ্রন্থেও এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক আলোচনা করেছি। এ বইয়ের স্বল্প পরিসরে এ সকল বিষয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এ পুস্তকে আমরা শবে বরাত বিষয়ক হাদীসগুলি মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতিতে যাচাই করতে চেষ্টা করব। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

২. ৩. ফযীলত ও আমল বনাম সুন্নাত

কোনো সময় বা কর্মের "ফযীলত" জানার পাশাপাশি এ "ফযীলত" অর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি বা "সুন্নাত" অবগত হওয়া মুমিনের দায়িত্ব। সুন্নাতের পরিচয়, পরিধি, গুরুত্ব, উৎস, প্রকারভেদ ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার লেখা "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থে। এখানে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, কর্ম ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যেভাবে করেছেন সে কর্ম সেভাবে করা এবং তিনি যা করেন নি- অর্থাৎ বর্জন করেছেন- তা না করাই সুন্নাত। তিনি যা করেন নি তা করা সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা খেলাফে সুন্নাত। যে কর্ম তিনি করেন নি এবং নিষেধও করেন নি তা জাযেয হতে পারে, প্রয়োজনে মুমিন তা করতে পারেন, কিন্তু কখনোই তা ইবাদত হতে পারে না বা দীন ও সাওয়াবের অংশ হতে পারে না।

সুন্নাতে নববী জানার একমাত্র উৎস সহীহ হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই মুমিনের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ এবং এ আদর্শ হাদীসের মাধ্যমে বিশ্বের সকল মুসলিমের জন্য আল্লাহ সংরক্ষণ করেছেন। মুমিনের সাওয়াব বা বেলায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো সুন্নাত সহীহ হাদীসে সংরক্ষিত হয় নি, বা সুন্নাত জানার জন্য হাদীস ছাড়া অন্য কোনো উৎস বা সূত্রের প্রয়োজন আছে বলে মনে করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের পূর্ণতায় এবং সাহাবীগণের সুন্নাত

---

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ১/৫২।